উন্নয়নের নিরিখে রাজ্যে উদাহরণ হয়ে উঠছে আরামবাগ পুরসভা

দেবাংশু চক্রবর্তী ঃ আরামবাগ

হুগলি জেলায় মোট পুরসভা এবং পুরনিগমের সংখ্যা ১৩। এরমধ্যে আরামবাগ পুরসভা কাজের নিরিখে প্রায় সবকটি পুরসভাকেই টেক্কা দিচ্ছে বলা চলে। পুর পরিষেবা বলতে যা বোঝায় তা সঠিকভাবে পাচ্ছেন আরামবাগের মানুষ। সামান্য কিছু ক্ষেত্রে খামতি আছে ঠিকই, কিন্তু সার্বিকভাবে আরামবাগ পুরসভার কাজে পুরবাসী খুশি। উল্লেখ্য, মাত্র সাড়ে চার বছর আগে দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ড সাফল্যের সঙ্গে তাদের দায়িত্ব যেভাবে পালন করে চলেছে তা নিয়ে গর্ব করতেই পারেন এলাকাবাসী। লক্ষণীয়ভাবে যে যে ক্ষেত্রগুলিতে উন্নয়ন চোখে পড়েছে, সেগুলি হল, রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা, রাস্তার আলো, পর্যাপ্ত পানীয় জল, অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা প্রভৃতি। ১৯টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের একযোগে কাজের ফলে এবং পুরপ্রধান স্বপন নন্দী ও উপপুরপ্রধান রাজেশ চৌধুরীর নিরলস প্রচেষ্টায় আরামবাগ পুরসভা শুধুমাত্র জেলায় নয় অন্য জেলার পুরসভাগুলিরও ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও বাম

ছবি ঃ রাজা খান

পরিচালিত পুরবোর্ড যখন এই পুরসভায় ক্ষমতা হারায়, তখন কয়েক কোটি টাকা দেনায় ডুবিয়ে দিয়ে গিয়েছিল পুরবোর্ডকে। সেই অবস্থায় হাল ধরে তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ড। ধীরে ধীরে আয় বাড়ানোর চেষ্টা চালানো হয়। এপ্রসঙ্গে পুরপ্রধান স্বপন নন্দী বলেন, এই পুরসভার লক্ষ্য, গরিবদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া ও তাঁদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা। আবার অপরদিকে ধনী ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে এই শহরে থেকে যাঁরা মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যবসা করছেন, তাঁদের কাছ থেকে তাঁদের সামর্থ মতো অনুদান সংগ্রহ করে পুরসভার ফাণ্ডকে শক্তিশালী করা। এছাড়া আগে অপরিকল্পিতভাবে ব্যক্তিগত সুবিধা আদায়ের জন্য আরামবাগ পুরসভার ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে অনেক অন্যায় কাজকর্ম করেছে বাম পুরবোর্ড। মনে রাখতে হবে, আরামবাগের মানুষের কষ্ট করে উপার্জিত অর্থের কিছু অংশও পুরসভার ফাণ্ডে গচ্ছিত হয়। সেই টাকায় উন্নয়ন না করে আগে অপরিকল্পিতভাবে তা ব্যয় করা হতো। এরফলেই বাম আমলে ঋণে জর্জরিত হয়ে যায় এই পুরবোর্ড। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শকে পাথেয় করে বহু উন্নয়ন মূলক কর্মসূচীগুলিকে আমরা রূপদান দেওয়ার চেষ্টা যেমন করছি, তেমনি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা রয়েছে। এরফলে আয় যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি পুর এলাকা জুড়ে উন্নয়নের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। আগামী কয়েক বছরে একাধিক পরিকল্পনা রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, দ্বিতীয় ব্রিজ তৈরি করা, আরামবাগের নিকাশি ও বিদ্যুৎব্যবস্থাকে পুরোপুরি আন্ডারগ্রাউন্ড করা, প্রত্যেক গরিব মানুষের জন্য মাথার উপরে ছাদের ব্যবস্থা করা, প্রতিটি ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া, কয়েক হাজার কর্মসংস্থান করা প্রভৃতি। আরামবাগবাসীর মধ্যে সিংহভাগই স্বীকার করেছেন যে, এই আমলে বহু কাজ হয়েছে। তাঁরা আশা করেন ভবিষ্যতে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে আরামবাগ। তাঁদের শুধু একটাই দাবি, একসাথে মিলেমিশে কাজ করুন কাউন্সিলর থেকে পুরপ্রধান ও উপপুরপ্রধানরা। কোথাও যেন উন্নয়ন বন্টনের ক্ষেত্রে অসাম্য নজরে না পড়ে। পুরপ্রধান অবশ্য আশ্বস্ত করেছেন, আমরা জাত, ধর্ম, বর্ণ, দল দেখি না। আমরা চাই মানুষ সুখে থাকুক। ন্যূনতম পরিষেবাটা যেন তাঁরা পায়। আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব।

নবদ্বীপ রেল কলোনিতে গাছ কাটার অভিযোগ, ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ ফের নবদ্বীপ রেল স্টেশনের পর এবার আবার রেল কলোনীতে গাছ কাটার অভিযোগ উঠল। স্থানীয়দের অভিযোগ, ডালপালা ছাঁটাইয়ের নামে গাছের অনেকটা অংশই কেটে ফেলা হচ্ছে। ফলে যে কোনো সময়ই গাছ মরে যেতে পারে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা আশঙ্কা করছেন। তবে গাছ কাটার প্রসঙ্গে রেলের আরপিএফ আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে, দুই-একটি ডালপালা শুধু কেটে ফেলা হচ্ছে। তবে গাছ কাটার কোনো অনুমতি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে, সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে রেলের আরপিএফ এর তরফ থেকে। তাহলে প্রশ্ন উঠেছে, গাছ কাটার অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও কিভাবে গাছগুলি কেটে ফেলা হচ্ছে? কিছুদিন আগে নবদ্বীপ রেল স্টেশন ও ব্যান্ডেল-কাটোয়া শাখায় একাধিক রেল স্টেশনে প্রচুর পরিমাণে গাছ কাটা হয়েছে। এইসব এলাকাগুলিতে দেখা যাচ্ছে গাছগুলোর ডালপালা না থাকার কারণে গাছগুলো মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। ফের মঙ্গলবার নবদ্বীপ রেল স্টেশনের রেল কলোনীতে গাছ কাটার অভিযোগকে ঘিরে ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। এলাকার মানুষ প্রশ্ন তুলেছেন যে, একের পর এক নামিদামি গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে রেল স্টেশন সহ রেল স্টেশনের কলোনিতে। এটা কী ধরনের নিয়মকানুন আমাদের জানা নেই। একের পর এক গাছ এভাবে কেটে ফেলার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন

স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের দাবি, ভবিষ্যতে যাতে আর নামিদামি গাছ কেটে ফেলা না হয় সেই দিকে রেল দপ্তরের নজরদারি বাড়ানো দরকার বলে মনে করছেন। তবে এই গাছ কাটা নিয়ে একের পর এক নানাবিধ প্রশ্ন উঠছে এলাকার মানুষের কাছ থেকে। গাছ কাটা হোক বা গাছের ডালপালা কাটা হোক তার তো একটা টেন্ডার হওয়া উচিত। তাছাড়া গাছের ডালপালা বিক্রির ফলে একটা রাজস্ব আয় হয়। এক্ষেত্রে তা হচ্ছে কিনা জানা নেই কারোর। তবে জানা গিয়েছে যে, গাছ কাটার অনুমতি থেকে শুরু করে কোনো ব্যাপারেই রেল দফতরের নির্দেশ নেই। এই ব্যাপারে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন আই ডব্লিউ বিভাগের অধিকারিকদের বিরুদ্ধে। এলাকার মানুষের অভিযোগ, পূর্বতন আই ডব্লিউ বিভাগের আধিকারিক অনিল কুমার যেভাবে উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতেন, বর্তমানে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা অনেকটাই উদাসীন। এই বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনও সদুত্তর পাননি এলাকাবাসীরা। তাই রেলদফতরের নানাবিধ কাজকর্ম নিয়ে রেলের কর্মচারীদের মধ্যে একাংশ যেমন ক্ষোভে ফুঁসছেন, পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও ক্ষোভ বাড়ছে।

স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচীতে প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ ভারত সরকারের নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট প্রেস ক্লাবের পরিচালনায় বাঁকুড়া ১নং ব্লকের আঁচুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে কর্গাহির গ্রামে জ্যোতি প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রে স্বচ্ছ ভারত সামার ইন্টারশিপের ১০০ ঘন্টা স্বেচ্ছা শ্রমদান কর্মসূচীতে এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সোমবার বিকালে প্রেস ক্লাবের সদস্য, জ্যোতি প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রে শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক ও স্থানীয় যুবকরা এই প্রচারে অংশগ্রহণ করেন। শিবিরে যেখানে সেখানে শৌচকর্ম না করা, বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখা, নির্দিষ্ট স্থানে আবর্জনা ফেলা, প্লাসটিক বা থার্মোকলের তৈরি জিনিস বর্জন করা, পরিবেশ রক্ষায় গাছ লাগানো প্রভৃতি বিষয়ে বার্তা পৌঁছে দেন প্রেস ক্লাবের সম্পাদক সন্তোষ ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জ্যোতি প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ অরূপ গোস্বামী, মনীষা চ্যাটার্জী প্রমুখ।

জনসংযোগে বিশেষ গুরুত্ব বাঁকুড়া জেলাশাসকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়ার নতুন জেলাশাসক উমাশঙ্কর এস জনসংযোগকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন গ্রামের মানুষের কাছে। তিনি গ্রামের গরিব মানুষের আর্থিক বিকাশের দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। একশো দিনের কাজে কিভাবে বিভিন্ন জীবিকার সৃষ্টি করা যায় সেই নিয়ে জেলা জুড়ে সপ্তাহ ধরে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সোমবার সিমলাপালে জেলাশাসক উমাশঙ্কর এস এই কর্মসূচীর সূচনা করেন। তিনি গ্রামীণ মানুষের অভাব ও অভিযোগ এবং পরামর্শের কথা শোনেন। বিদায়ী সভাধিপতি অরূপ চক্রবর্তী, খাতড়ার মহকুমাশাসক, সিমলাপালের বিডিও এবং জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রতি জেলার জঙ্গলমহল এলাকার রাইপুর ব্লকে জনতার দরবারে গিয়ে তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের কথা শোনেন। সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। রাইপুর কমিউনিটি হলে হাজির ছিলেন জেলা প্রশাসনের প্রায় সমস্ত বিভাগের আধিকারিকবৃন্দ। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের অভাব অভিযোগের কথা তুলে ধরেন। জেলাশাসক সেগুলির উত্তর দেন এই সভায়। স্থানীয় এক শিক্ষক রাধামাধব মুখার্জী রাইপুর ব্লক এলাকার প্রায় ২৮টি বিদ্যালয়ের ভগ্ন দশা, শিক্ষকদের ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে অসুবিধা, ব্লকে একটি স্থায়ী আধার কেন্দ্র না থাকার সমস্যা সহ মোট আটটি অসুবিধার কথা তুলে ধরেন। মটগোদার মৃদুলা দত্ত, কমলপুরের ভক্তি সিংহ, ঢেকোর নেপাল আহির, রাইপুরের শম্ভুরাজ বিশ্বাস, গৃহবধূ প্রীতি শিট সহ অনেকেই নানান সমস্যার কথা তুলে ধরেন। প্রতিবন্ধী বাদল রুইদাস পরিয়ণপত্র না পাওয়ার কথা জেলাশাসককে জানালে তিনি দ্রুত একটি প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ শিবির করার নির্দেশ দেন। এই দরবার শেষে জেলাশাসক বলেন, সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্য থেকেই অন্তরিকতার সঙ্গে যতটা সম্ভব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। এবং তা খুব শীঘ্রই। এই দরবারে আসার আগে তিনি রাইপুর গ্রামীণ হাসপাতাল এবং শেষে রাইপুর কলেজ পরিদর্শন করেন। তিনি গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের অমরকাননে গিয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি ঘুরে দেখেন এবং পরিষেবার মান ও অসুবিধার কথা জানতে কর্মী, রোগী এবং তাঁদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি।

লরিতে ধাক্কা, মৃত্যু হল অ্যাম্বুলেন্সের যাত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ মঙ্গলবার ভোরে নদীয়া জেলার ধুবুলিয়া থানার অন্তর্গত ৩৪নং জাতীয় সড়কের হাসাডাঙার কাছে একটি অ্যাম্বুলেন্স অন্য একটি গাড়িকে ধাক্কা দিলে অ্যাম্বুলেন্সের এক যাত্রীর মৃত্যু হয় এবং আহত হন ৫ জন। মৃত ব্যক্তি ও আহতদের পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে যে, এদিন একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে রোগী নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল একটি পরিবার। ভোর বেলায় অ্যাম্বুলেন্সটি দ্রুত গতিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি লরির পিছনে চরম বেগে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থালেই অ্যাম্বুলেন্সে থাকা রোগী ও যাত্রীরা আহত হলে জেলার শক্তিনগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা একব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন এবং বাকিদের চিকিৎসা চলছে। ধুবুলিয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, আহতদের এবং মৃত-র নাম জানার চেষ্টা চলছে। এইঘটনাকে কেন্দ্র করে সামগ্রিকভাবে ৩৪নং জাতীয় সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে স্বাভাবিক হয়।

৩ বছর পর সাজা ঘোষণা ৫ বছরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ সোমবার সামান্য বিবাদের জেরে হাতাহাতি, এবং তার থেকে মাথায় আঘাত পেয়ে আহত হন কার্তিক মালাকার নামের বছর ৫০-এর এক ব্যক্তি। এই মামলার বাঁকুড়া আদালতের সরকারি পক্ষের আইনজীবী অরুণ কুমার চ্যাটার্জী জানান, গত ৬ ফেব্রুয়ারি অধীন নতুনচটির কাছে সকাল ৮টার সময় এক সামান্য বিবাদকে কেন্দ্র করে কার্তিক মালাকার এবং নতুনচটির বাসিন্দা উত্তম রুইদাস নামক দুই জনের মধ্যে বচসা হয়। বচসা থেকে তা গড়ায় হাতাহাতি পর্যন্ত।

আর তার জেরেই কার্তিকবাবুর মাথায় আঘাত লাগে। তিনি বাড়ি চলে আসেন। বাড়ি এসে কার্তিকবাবু সব ঘটনা তাঁর পরিবারকে খুলে বলেন। এতে কার্তিকবাবুর ছেলে গত ২০১৫ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া সদর থানায় এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। কার্তিকবাবুকে ৬ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া মেডিকেলে ভর্তি করলে তিনি ৪দিন পর মারা যান। এরপর উত্তম রুইদাসকে সদর থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। বাঁকুড়া আদালতে তোলা হলে মুখ্য জেলা জজ আনন্দকুমার মুখার্জী এই মামলায় উত্তম রুইদাসকে ৩০৪ ধারায় ৫ বছরের জেল ও ১০ হাজার টাকা, অনাদায়ে অতিরিক্ত ৩ মাস সাজা ঘোষণা করেন।

নাগ পঞ্চমীর পূজা

ডঃ প্রসেনজিৎ সরকার

"অস্তিকস্য মুনির মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারু মুনে পত্নী মনসাদেবী নমোহস্তুতে।।"

নাগপঞ্চমী বাঙালী তথা ভারতীয়দের একটি বাৎসরিক জনপ্রিয় উৎসব।

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীকে নাগ পঞ্চমী বলা হয়। এই দিন নাগমাতার পূজা করা হয়। নাগপঞ্চমীর দিনে সাপের দর্শন শুভ বলে মনে করা হয়। নাগপঞ্চমীর দিনে নাগদেবীকে ফুল, মিষ্টি, ফল ও দুধ দিয়ে বিশেষ পূজা করা হয়। পৌরাণিক মতে, নাগলোক বা পাতাল থেকে নাগ বাসর্পকুল মানুষের উদ্দেশ্যে এদিন আশিস প্রেরণ করে। ভারতীয়রা পারিবারিক সমৃদ্ধি ও সার্বিক কুশলের জন্য এই আশীর্বাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।

নাগপঞ্চমীর উৎস কোথা থেকে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে প্রথমেই চোখ যাবে পুরাণ ও মহাভারত-মহাকাব্যের দিকে। অবশ্য এর সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও সমাজবিজ্ঞানীরা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। গরুড় পুরাণ থেকে জানতে পারি— দেবাদিদেব ব্রহ্মার পুত্র কাশ্যপের তৃতীয়া স্ত্রী কদ্রু ছিলেন নাগবংশের কন্যা। তিনিই নাগকুলের জননী। অপরদিকে অন্য এক স্ত্রী বিনতা জন্ম দেন গরুড়ের। বিনতার প্রতি কদ্রু বিদ্দিষ্ট ছিলেন। গরুড় ছেলেবেলায় মায়ের কষ্ট দেখে ভেবেছিলেন, তিনি সর্পকুল ধ্বংস করবেন। পরে মত পরিবর্তন করেন। কিন্তু সর্পকুলের সাথে গরুড়ের শত্রুতা থেকেই যায়। তবে পুণ্য জন্মের কারণে নাগমাতা ও নাগকুল পূজিত হতে থাকেন।

পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ মহাকাব্য মহাভারত থেকে জানা যায় যে, কুরুবংশীয় রাজা পরীক্ষিৎ তক্ষক নাগের আঘাতে মারা গেলে তাঁর পুত্র জন্মেজয় পৃথিবী সর্পশূন্য করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি এক সর্পযজ্ঞ শুরু করেন। সেখানে মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কোটি

কোটি সাপ যজ্ঞানলে মারা যেতে থাকে। এই সময় জরৎকারুর পুত্র আস্তিক নিষ্ঠুর যজ্ঞ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে জন্মেজয়ের কাছে গেলেন এবং তাঁরই হস্তক্ষেপে জন্মেজয় এই ভয়ঙ্কর কর্ম থেকে নিরস্ত হয়। এই দিনটি ছিল শ্রাবণ মাসের পঞ্চমী। লৌকিক বিশ্বাস মতে, জরৎকারুর স্ত্রী হলেন মনসাদেবী। সেই থেকেই নাগপঞ্চমীর পূজা হয়ে আসছে। সমাজ নৃতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে জানা যায় যে, সর্বাস্তিবাদী ভারতীয় সভ্যতায় নাগরেও পূজা ছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে আর্যদের নাগলোকের কথা উল্লেখ আছে। ভারতীয় সভ্যতায় নাগপঞ্চমী অতি জনপ্রিয় উৎসব। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায় এই পূজার বিশেষ প্রচলন আছে। মধ্য ভারতের নাগ এক সর্বজনমান্য দেবতা। নাগপুরের নামকরণ বিশেষ প্রমাণ দেয়। এই দিন নাগোবা মন্দিরে বিশেষ পূজা হয়। সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে নাগপঞ্চমী পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই দিন মনসা নামে পূজিতা হন। কাশীর কুণ্ডির আমড়াগুলিতে সর্পাপসনা দেখবার মতো। দক্ষিণ ভারতে পূজা শুরু হয় অমাবস্যার দিন। পঞ্চমী হল পূজার মূল দিন। চিনে ও নেপালে পঞ্চমীর দিন বিশেষ নাগপূজা অনুষ্ঠিত হয়। নেপালে গরুড়ের সঙ্গে নাগকুলের যুদ্ধের নাটক অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে এদিন মেলা বসে।

দগ্ধ বধূর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি ঃ বাড়িতে রান্না করতে গিয়ে কাপড়ে আগুন লেগে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এক গৃহবধূ। ঘটনার দুই সপ্তাহ পর সেই গৃহবধূর অবশেষে মৃত্যু হল। এমনই ঘটনা ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দির বড়গ্রাম থানার সিদ্ধেশ্বরী গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতা ওই গৃহবধূর নাম শিখা বায়েন (৩০)। বাড়ি সিদ্ধেশ্বরী গ্রামে। গত ১৪ জুলাই আগুনে পুড়ে যান তিনি। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কান্দি হাসপাতালে ভর্তি করেন। দুই সপ্তাহ ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে হার মানেন শিখাদেবী। সোমবার রাতে তাঁর জীবনাবসান হয়। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

আপনি কি আপনার জীবনের মূল্যবান পরীক্ষায় একটু বেশি নম্বর পেতে চান?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
ব্রতচারী প্রশিক্ষণ শিবির
পরিচালনায় ঃ আরামবাগ ব্রতচারী মণ্ডলী
(নেহেরু যুব কেন্দ্র, হুগলী কর্তৃক অনুমোদিত)
স্থাপিত ঃ ১৪১২ রেজিঃ নং- এস/ওয়ান এল/৬৬৬৪৯
আরামবাগ, হুগলী
স্থান ঃ বিষ্ণুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, কালিপুর
(নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের পাশে)
শিবিরের সময়কাল ঃ ২৭শে আগস্ট – ৮ই সেপ্টেম্বর
সঙ্গে থাকবে First Aid Training এর ব্যবস্থা।
প্রান্তিক অনুষ্ঠান ঃ ৯ই সেপ্টেম্বর স্থান ঃ আরামবাগ রবীন্দ্রভবন।
অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ঃ- উড়িষ্যার কালাহান্দি
উপজাতি সম্প্রদায়ের নৃত্য ও অসমের বিহু নৃত্য।
মোঃ 7548038080, 9547735850, 9093014017

নদীয়া জেলার পলাশিপাড়া থানার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ মঙ্গলবার নদীয়া জেলার পলাশিপাড়া থানার উদ্যোগে সবুজায়ন কর্মসূচী পালন করা হল। জানা গিয়েছে যে, এদিন বারবানিয়ারা অভয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালিত হয়। পলাশিপাড়া থানা সূত্রে জানা গিয়েছে যে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পরিবেশে স্বচ্ছতা ও ভারসাম্য বজায় রাখতে সবুজায়নের এই কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এছাড়া এলাকার বিভিন্ন ক্লাব সহ রাস্তার আপেপাশেও বৃক্ষরোপণ করা হয়। এই উদ্যোগকে এলাকার মানুষ সাধুবাদ জানিয়েছেন।